অধ্যায় ০১

স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং উপাসনা ও প্রার্থনা

আলোচ্য বিষয়

▸ স্রষ্টা ও সৃষ্টি ▸ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ▸ ঈশ্বরকে ভালোবাসা ▸ উপাসনা ▸ প্রার্থনা।

অধ্যায়ের মূলকথা

সুন্দর আমাদের পৃথিবী। এখানে রয়েছে নানা ধরনের গাছপালা, লতা-পাতা, জীবজন্তু, কীট-পতঙ্গ, পাহাড়-পর্বত, বনভূমি, নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর। সবকিছুর একজন স্রষ্টা রয়েছেন। সমস্ত সৃষ্টি তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর অনেক নাম। যেমন– হিন্দুরা ঈশ্বর বা ভগবান, মুসলমানরা আল্লাহ এবং খ্রিস্টানরা গড বলে। হিন্দুধর্ম মতে, ঈশ্বর তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে বিরাজমান। ঈশ্বর আত্মারূপে জীবের মাঝে অবস্থান করেন। এজন্য জীবকে ভালোবাসলে ঈশ্বরকে ভালোবাসা হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ঈশ্বরকে জানা ও উপলব্ধি করার জন্য প্রার্থনা ও উপাসনা করে। উপাসনা ও প্রার্থনায় মনোযোগ বাড়ে, দেহ-মন ভালো থাকে। এর মাধ্যমে আমরা সৎ হতে পারি। ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারি।

শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতা

শিখন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমি যে যোগ্যতা অর্জন করব–

- সবকিছুর একজন নির্মাতা বা স্রষ্টা আছেন তা জেনে বলতে পারব এবং তাঁকে ভালোবাসতে আগ্রহী হতে পারব।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন

পাঠ্যবই ও শিক্ষক সহায়িকার সূত্র সংবলিত

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, শিখনযোগ্যতা অর্জনোপযোগী পাঠ্যবইয়ের অ্যাক্টিভিটি ও গুরুত্বপূর্ণ নমুনা প্রশ্নোত্তর এ অংশে দেওয়া হলো। শিক্ষক সহায়িকায় উল্লিখিত মূল্যায়ন ক্ষেত্র ও নির্দেশনার আলোকে প্রণীত পাঠগুলো তোমাদের ধারাবাহিক মূল্যায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ : স্রষ্টা ও সৃষ্টি

পাঠ্যবইয়ের অ্যাক্টিভিটি (একক ও দলীয় কাজ) বুঝে পড়ি ও ভালোভাবে শিখে নিই

কাজ ১ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-১

ছবিটিতে তোমরা কী দেখতে পাচ্ছ, লেখো।

উত্তর : উল্লিখিত ছবিটিতে কী দেখতে পাচ্ছি তা নিচে লেখা হলো :

ছবিতে দেখতে পাচ্ছি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা একটি মনোরম দৃশ্য। যেখানে উপরে রয়েছে আকাশ ও সূর্য। গ্রামবাংলার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে নদী। নদীতে মাঝিরা পাল তোলা নৌকা বেয়ে যাচ্ছে। কৃষকেরা ফসল কাটছে আপন মনে। নদীর দুই পাড়ে রয়েছে সবুজ গাছপালায় ঘেরা বন। সেখানে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখি। যেমন– হরিণ, হাতি প্রভৃতি। প্রজাপতি ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছে। গাছের ডালে পাখি বাসা বেঁধেছে।

কাজ ২ বলতে পারো এসব কে সৃষ্টি করেছেন? তাঁর নাম লেখো। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-২

উত্তর :

এ পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করছেন একজন মহান স্রষ্টা। হিন্দুধর্মে স্রষ্টাকে ঈশ্বর বলা হয়।

কাজ ৩ এসো নিচের ঘরটি পূরণ করি। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-২

ধর্ম	স্রষ্টার নাম
১. হিন্দু	
২. ইসলাম	
৩. খ্রিস্ট	

উত্তর :

ধর্ম	স্রষ্টার নাম
১. হিন্দু	ঈশ্বর
২. ইসলাম	আল্লাহ
৩. খ্রিস্ট	গড/ঈশ্বর

কাজ ৪ খালি ঘরে লেখো। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৩

বাংলা	ইংরেজি	আরবি	ফারসি
ঈশ্বর			

উত্তর :

বাংলা	ইংরেজি	আরবি	ফারসি
ঈশ্বর	গড	আল্লাহ	খোদা

কাজ ৫ মনের মতো একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকো। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৩

উত্তর : শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা নিজেদের মতো করে একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কন করবে। তোমাদের আঁকার সুবিধার্থে একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি এঁকে দেখানো হলো :

কাজ ৬ যাচাই করি ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৩

১. প্রাকৃতিক ——— পরিপূর্ণ এই পৃথিবী।
২. আকাশে দেখা যায় ———, গ্রহ-নক্ষত্র।
৩. হিন্দুধর্মে স্রষ্টাকে ——— বলা হয়।

উত্তর :

১. প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ এই পৃথিবী।
২. আকাশে দেখা যায় চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র।
৩. হিন্দুধর্মে স্রষ্টাকে ঈশ্বর বলা হয়।

শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণে অতিরিক্ত অ্যাক্টিভিটি — আরও শিখে নিই

কাজ ১ তোমার সহপাঠী, বন্ধু, কিংবা অভিভাবকের সাথে ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম কী হতে পারে তা আলোচনা করে ছকাকারে উপস্থাপন করবে।

▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা; পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ০২

ঈশ্বরের বিভিন্ন নামের তালিকা

১.	৪.
২.	৫.
৩.	৬.

উত্তর : আমার সহপাঠীর সাথে ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম কী হতে পারে তা আলোচনা করে ছকাকারে উপস্থাপন করা হলো :

ঈশ্বরের বিভিন্ন নামের তালিকা

১. পরমেশ্বর	৪. পরমাত্মা
২. ব্রহ্ম	৫. হরি
৩. পরমব্রহ্ম	৬. ভগবান

মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুসরণে বিশেষ পাঠ — সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখে নিই

শোনা — শিক্ষকের নিকট শুনে লিখি

ক নিচের বাক্যগুলো শুনে সত্য/মিথ্যা নির্ণয় কর।

১। আমাদের মাথার উপরে রয়েছে সুনীল আকাশ।
২। সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন একজন মহান স্রষ্টা।
৩। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা স্রষ্টাকে ঈশ্বর বা গড বলে।
৪। ঈশ্বরকে বাংলায় গড বলা হয়।

উত্তরমালা : ১। সত্য; ২। সত্য; ৩। সত্য; ৪। মিথ্যা।

খ নিচের অসম্পূর্ণ বাক্যগুলো শুনে শূন্যস্থানের জন্য সঠিক শব্দটি নির্ণয় কর।

১। ——আমাদের এই পৃথিবী।
২। সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন ——।
৩। সুন্দরের রয়েছে নানা ——।
৪। পৃথিবীর কোথাও রয়েছে উঁচু ——।
৫। আমাদের মাথার উপর রয়েছে —— আকাশ।
৬। প্রাকৃতিক —— পরিপূর্ণ এ পৃথিবী।
৭। হিন্দুধর্মে স্রষ্টাকে —— বলা হয়।
৮। ঈশ্বরকে ইংরেজিতে —— বলা হয়।
৯। ঈশ্বরকে ফারসি ভাষায় বলা হয় ——।
১০। একই —— বিভিন্ন নামে ডাকা হয়।

উত্তরমালা : ১। সুন্দর; ২। ঈশ্বর; ৩। রূপ; ৪। পাহাড়-পর্বত; ৫। সুনীল; ৬। সৌন্দর্যে; ৭। ঈশ্বর; ৮। গড; ৯। খোদা; ১০। ঈশ্বরকে।

বলা — শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর বলি

ক নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বল।

প্রশ্ন ১। গাছপালা কে সৃষ্টি করেছেন?
উত্তর : ঈশ্বর।

প্রশ্ন ২। আমাদের মাথার উপরে কী রয়েছে?
উত্তর : আকাশ।

প্রশ্ন ৩। সমস্ত সৃষ্টির মূলে কে রয়েছেন?
উত্তর : ঈশ্বর।

প্রশ্ন ৪। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর কে সৃষ্টি করেছেন?
উত্তর : ঈশ্বর।

প্রশ্ন ৫। এ পৃথিবী দেখতে কেমন?
উত্তর : সুন্দর।

প্রশ্ন ৬। গাছে-গাছে জানা-অজানা কী থাকে?
উত্তর : ফুল-ফল।

প্রশ্ন ৭। গাছের ডালে কারা বাসা বাঁধে?
উত্তর : পাখিরা।

প্রশ্ন ৮। হিন্দুধর্মে স্রষ্টাকে কী বলা হয়?
উত্তর : ঈশ্বর।

প্রশ্ন ৯। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা স্রষ্টাকে কী বলে?
উত্তর : ঈশ্বর বা গড।

প্রশ্ন ১০। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা স্রষ্টাকে কী বলে?
উত্তর : আল্লাহ।

প্রশ্ন ১১। বৌদ্ধরা কার অনুশাসন মেনে চলে?
উত্তর : গৌতম বুদ্ধের।

পড়া — নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই

ক নিচের প্রশ্নগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ে সঠিক উত্তরটি শনাক্ত কর।

১। **আমাদের মাথার উপরে কী রয়েছে?**
ক) জলরাশি খ) সুনীল আকাশ
গ) মরুভূমি ঘ) শস্যক্ষেত্র
উত্তর : (খ) সুনীল আকাশ।

২। **সমস্ত সৃষ্টির মূলে রয়েছেন কে?**
ক) মানুষ খ) মহান স্রষ্টা
গ) যিশু খ্রিস্ট ঘ) গৌতম বুদ্ধ
উত্তর : (খ) মহান স্রষ্টা।

৩। **হিন্দুধর্মে স্রষ্টাকে কী বলা হয়?**
ক) ঈশ্বর খ) গড
গ) আল্লাহ ঘ) খোদা
উত্তর : (ক) ঈশ্বর।

৪। **খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা স্রষ্টাকে কী নামে ডাকেন?**
ক) পরমেশ্বর খ) গড
গ) আল্লাহ ঘ) খোদা
উত্তর : (খ) গড।

৫। **ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা স্রষ্টাকে কী নামে ডাকেন?**
ক) হরি খ) গড
গ) ভগবান ঘ) আল্লাহ
উত্তর : (ঘ) আল্লাহ।

খ নিচের প্রশ্নগুলো পড়ে সংক্ষেপে উত্তর দাও।

প্রশ্ন ১। প্রকৃতিতে কী কী রয়েছে?
উত্তর : প্রকৃতিতে রয়েছে মানুষ, গাছপালা, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, মাটি, নদী, পাহাড়, পাখি প্রভৃতি।

প্রশ্ন ২। বিভিন্ন ভাষায় স্রষ্টাকে কী বলা হয়?
উত্তর : বাংলা ভাষায় স্রষ্টাকে ঈশ্বর বলে। ইংরেজিতে গড বলা হয়। আরবিতে বলা হয় আল্লাহ। ফারসি ভাষায় বলা হয় খোদা।

প্রশ্ন ৩। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা কার অনুশাসন মেনে চলে?
উত্তর : বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা গৌতম বুদ্ধের অনুশাসন মেনে চলে।

লেখা নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি

ক নিচের এলোমেলো শব্দগুলো সাজিয়ে সঠিক শব্দটি লেখ।

প্রশ্ন ১।

শ্ব	ঈ	র

উত্তর : ঈশ্বর।

প্রশ্ন ২।

বা	ভ	ন	গ

উত্তর : ভগবান।

প্রশ্ন ৩।

ন	স	অ	শা	নু

উত্তর : অনুশাসন।

খ বামপাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশ মিল করে লেখ।

বামপাশ	ডানপাশ
১. পৃথিবীর কোথাও রয়েছে	জানা-অজানা ফুল-ফল।
২. গাছের ডালে ডালে	গ্রহ-নক্ষত্র।
৩. গাছে-গাছে থাকে	বালুকাময় ধু-ধু মরুভূমি।
৪. আকাশে দেখা যায়	পাখিরা বাসা বাঁধে।
৫. এই পৃথিবী প্রাকৃতিক	সুনীল আকাশ।
	সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ।
	যার কোনো সীমা নেই।

উত্তরমালা :

১. পৃথিবীর কোথাও রয়েছে বালুকাময় ধু-ধু মরুভূমি।
২. গাছের ডালে ডালে পাখিরা বাসা বাঁধে।
৩. গাছে-গাছে থাকে জানা-অজানা ফুল-ফল।
৪. আকাশে দেখা যায় গ্রহ-নক্ষত্র।
৫. এই পৃথিবী প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ।

গ নিচের বর্ণনামূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

প্রশ্ন ১। পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : আমাদের এ পৃথিবী সুন্দর ও নানা বৈচিত্র্যে ভরপুর। এ পৃথিবী হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। দীর্ঘ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে আজকের এ সুন্দর পৃথিবী। পৃথিবীর সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন একজন মহান স্রষ্টা। তিনি হলেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।

প্রশ্ন ২। পৃথিবীর সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন কে? বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা তাঁকে বিভিন্ন নামে ডাকে— এ সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখ।

উত্তর : পৃথিবীর সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন একজন মহান স্রষ্টা। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা স্রষ্টাকে বিভিন্ন নামে ডাকে— এ সম্পর্কে তিনটি বাক্য হলো— ১. হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা স্রষ্টাকে ঈশ্বর বলে; ২. খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা স্রষ্টাকে ঈশ্বর বা গড বলে; ৩. ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা স্রষ্টাকে আল্লাহ বলে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সর্বশক্তিমান ঈশ্বর

পাঠ্যবইয়ের অ্যাক্টিভিটি (একক ও দলীয় কাজ) — বুঝে পড়ি ও ভালোভাবে শিখে নিই

কাজ ১ এই সৌরজগৎ কে সৃষ্টি করেছেন?

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৪

উত্তর :

এই সৌরজগৎ সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর।

কাজ ২ এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি ও ধারণ করার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি চিঠি লেখো।

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৬

প্রিয় ঈশ্বর,

....

....

....

ইতি

আপনার

....

উত্তর : এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি ও ধারণ করার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি চিঠি নিচে উপস্থাপন করা হলো :

প্রিয় ঈশ্বর,

আপনার শ্রীচরণে আমি প্রণাম নিবেদন করছি। আপনি আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এই পৃথিবীর সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন আপনি। হে ঈশ্বর, আপনার সৌন্দর্যময় সৃষ্টি যতই দেখি ততই অভিভূত হচ্ছি। যেদিকে তাকাই সেদিকেই সুন্দর। আপনিই সর্বশক্তিমান এবং এ মহাবিশ্বের সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। আপনিই আপনার শক্তি দিয়ে এই মহাবিশ্বকে ধারণ করছেন। আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

হে ঈশ্বর পরম দয়াময়, আপনার কাছে এই জগতের সবার কল্যাণ ও শান্তি কামনা করছি। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

ইতি

আপনার 'ক'

কাজ ৩ যাচাই করি

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৬

১. পৃথিবী সৌরজগতের ——।
২. সমগ্র —— তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন।
৩. আবার তিনিই —— করেন।

উত্তর : ১. পৃথিবী সৌরজগতের **একটি গ্রহ**; ২. সমগ্র **সৃষ্টিই** তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন; ৩. আবার তিনিই **ধ্বংস** করেন।

মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুসরণে বিশেষ পাঠ

সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখে নিই

শোনা — শিক্ষকের নিকট শুনে লিখি

ক নিচের বাক্যগুলো শুনে সত্য/মিথ্যা নির্ণয় কর।

১। ঈশ্বর সকল শক্তির অধিকারী।
২। ঈশ্বর সৌরজগৎ সৃষ্টি করেছেন।
৩। সকালে সূর্য অস্ত যায়।
৪। পৃথিবী সৌরজগতের একটি উপগ্রহ।
৫। সমগ্র সৃষ্টিই ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন।

উত্তরমালা : ১। সত্য; ২। সত্য; ৩। মিথ্যা; ৪। মিথ্যা; ৫। সত্য।

খ নিচের অসম্পূর্ণ বাক্যগুলো শুনে শূন্যস্থানের জন্য সঠিক শব্দটি নির্ণয় কর।

১। ঈশ্বর সকল —— অধিকারী।
২। প্রতিদিন সকালে সূর্য ওঠে আর —— অস্ত যায়।
৩। পৃথিবী —— কেন্দ্র করে ঘোরে।
৪। পৃথিবী সৌরজগতের একটি ——।
৫। ঈশ্বরের ক্ষমতা ——।

উত্তরমালা : ১। শক্তির; ২। সন্ধ্যায়; ৩। সূর্যকে; ৪। গ্রহ; ৫। অসীম।

বলা — শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর বলি

ক নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বল।

প্রশ্ন ১। সর্বশক্তির অধিকারী কে?
উত্তর : ঈশ্বর।

প্রশ্ন ২। সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন কে?
উত্তর : ঈশ্বর।

প্রশ্ন ৩। রাতের আকাশে কী দেখা যায়?
উত্তর : চাঁদ।

প্রশ্ন ৪। ঈশ্বর কোথায় থাকেন?
উত্তর : সর্বত্র।

প্রশ্ন ৫। আমাদের জন্ম-মৃত্যু কার দান?
উত্তর : ঈশ্বরের।

প্রশ্ন ৬। কে আমাদের লালন-পালন ও ধ্বংস করেন?
উত্তর : ঈশ্বর।

পড়া — নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই

ক নিচের প্রশ্নগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ে সঠিক উত্তরটি শনাক্ত কর।

১। পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা কার সৃষ্টি?
ক ঋষিদের খ দেবতাদের
গ মানুষের ঘ ঈশ্বরের
উত্তর : (ঘ) ঈশ্বরের।

২। সৌরজগৎ কে সৃষ্টি করেছেন?
ক ঈশ্বর খ দেবতা
গ ঋষিগণ ঘ মানুষ
উত্তর : (ক) ঈশ্বর।

৩। পৃথিবী কাকে কেন্দ্র করে ঘোরে?
ক সূর্যকে খ চন্দ্রকে
গ পাহাড়কে ঘ সাগরকে
উত্তর : (ক) সূর্যকে।

৪। পৃথিবীকে সৌরজগতের কী বলা হয়?
ক একটি উপগ্রহ খ একটি গ্রহ
গ অন্তঃকেন্দ্র ঘ বহিঃকেন্দ্র
উত্তর : (খ) একটি গ্রহ।

৫। কে সবকিছু সৃষ্টি করেন, পালন করেন আবার ধ্বংস করেন?
ক বিষ্ণু খ ঈশ্বর
গ অর্জুন ঘ ভীম
উত্তর : (খ) ঈশ্বর।

খ নিচের প্রশ্নগুলো পড়ে সংক্ষেপে উত্তর দাও।

প্রশ্ন ১। সূর্য কখন ওঠে এবং অস্ত যায়?
উত্তর : সূর্য সকালে ওঠে এবং সন্ধ্যায় অস্ত যায়।

প্রশ্ন ২। সূর্যকে কেন্দ্র করে কী কী ঘোরে?
উত্তর : সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী, গ্রহ-উপগ্রহ ঘোরে।

লেখা — নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি

ক নিচের এলোমেলো শব্দগুলো সাজিয়ে সঠিক শব্দটি লেখ।

প্রশ্ন ১।

সী	ম	অ

উত্তর : অসীম।

প্রশ্ন ২।

গ্র	উ	হ	প

উত্তর : উপগ্রহ।

প্রশ্ন ৩।

র	গ	সৌ	ৎ	জ

উত্তর : সৌরজগৎ।

খ বামপাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশ মিল করে লেখ।

বামপাশ	ডানপাশ
১। ঈশ্বর সকল	বিচিত্র তাঁর লীলা।
২। পৃথিবীর বাইরেও রয়েছে	সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।
৩। পৃথিবী সৌরজগতের	ধ্বংসও করেন।
৪। সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন	বিশাল এক জগৎ।

বামপাশ	ডানপাশ
৫। ঈশ্বর সৃষ্টি করেন	একটি গ্রহ।
	একটি মহাসাগর।
	শক্তির অধিকারী।

উত্তরমালা :

১। ঈশ্বর সকল শক্তির অধিকারী।
২। পৃথিবীর বাইরেও রয়েছে বিশাল এক জগৎ।
৩। পৃথিবী সৌরজগতের একটি গ্রহ।
৪। সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর।
৫। ঈশ্বর সৃষ্টি করেন ধ্বংসও করেন।

গ নিচের বর্ণনামূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

প্রশ্ন ১। ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান বলা হয় কেন? সংক্ষেপে লেখ।
উত্তর : ঈশ্বর সকল শক্তির অধিকারী। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। এ মহাবিশ্বের সবকিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক তিনি। তাই ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান বলা হয়।

প্রশ্ন ২। সবকিছু কার নিয়ন্ত্রণাধীন? তাঁর সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখ।
উত্তর : সবকিছু ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন। তাঁর সম্পর্কে চারটি বাক্য হলো– ১. ঈশ্বর সর্বশক্তিমান; ২. সমগ্র সৃষ্টিই ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রণাধীন; ৩. ঈশ্বরের ক্ষমতা অসীম; ৪. ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, পালন করেন ও ধ্বংস করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ঈশ্বরকে ভালোবাসা

পাঠ্যবইয়ের অ্যাক্টিভিটি (একক ও দলীয় কাজ) — বুঝে পড়ি ও ভালোভাবে শিখে নিই

কাজ ১ তুমি কেন ঈশ্বরকে ভালোবাসো, এ সম্পর্কে নিচে তিনটি বাক্য লেখো। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৭

১.
২.
৩.

উত্তর : আমি কেন ঈশ্বরকে ভালোবাসি, এ সম্পর্কে নিচে তিনটি বাক্য লেখা হলো :

১. আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসি, কারণ ঈশ্বর সকল জীবকে সৃষ্টি করেছেন।
২. ঈশ্বর আত্মারূপে সকল জীবের মধ্যে অবস্থান করেন।
৩. তিনি প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন, যেখানে আমাদের প্রয়োজন মেটানোর মতো সবকিছু আছে।

কাজ ২ ঈশ্বরকে ভালোবাসা জানিয়ে উপাসনা অথবা প্রার্থনা করো। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৮

উত্তর : শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা নিজেদের মতো উপাসনা ও প্রার্থনা করবে। নিচে একটি প্রার্থনামূলক গান উপস্থাপন করা হলো :

গাব তোমার সুরে — দাও সে বীণাযন্ত্র
শুনব তোমার বাণী — দাও সে অমর মন্ত্র।
করব তোমার সেবা — দাও সে পরম শক্তি,
চাইব তোমার মুখে — দাও সে অচল ভক্তি ॥
সইব তোমার আঘাত — দাও সে বিপুল ধৈর্য,
বইব তোমার ধ্বজা — দাও সে অটল স্থৈর্য ॥

(সংক্ষেপিত) [গীতবিতান (পূজাপর্ব, গান-৯৭), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

কাজ ৩ যাচাই করি ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৮

১. সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও।
'জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'– কথাটি বলেছেন–
ক. শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী — খ. প্রভু জগদ্বন্ধু
গ. মা সারদাদেবী — ✓ ঘ. স্বামী বিবেকানন্দ

শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণে অতিরিক্ত অ্যাক্টিভিটি — আরও শিখে নিই

কাজ ১ কোন কোন কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা যায় তার তালিকা তৈরি কর। ▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা; পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ০৭

উত্তর : যেসব কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা যায় তা নিচে তালিকায় দেখানো হলো :

১. ঈশ্বরের সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা।	৪. জীবকে ভালোবাসা, অবহেলা না করা।
২. ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা।	৫. সকলের মঙ্গল কামনা করা।
৩. জীব সেবা করা।	

মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুসরণে বিশেষ পাঠ — সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখে নিই

শোনা — শিক্ষকের নিকট শুনে লিখি

ক নিচের বাক্যগুলো শুনে সত্য/মিথ্যা নির্ণয় কর।

১। ঈশ্বর সকল জীবকে সৃষ্টি করেছেন।
২। ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই।
৩। ঈশ্বর আত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন।
৪। জীবকে ভালোবাসলে নিজেকে ভালোবাসা যায়।
৫। জীবকে অবহেলা করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন।

উত্তরমালা : ১। সত্য; ২। মিথ্যা; ৩। সত্য; ৪। মিথ্যা; ৫। মিথ্যা।

খ নিচের অসম্পূর্ণ বাক্যগুলো শুনে শূন্যস্থানের জন্য সঠিক শব্দটি নির্ণয় কর।

১। ঈশ্বর ও ——— মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক।
২। আমরা ঈশ্বরের প্রতি ———।
৩। ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য আমরা তাঁকে ——— করব।
৪। ঈশ্বর ——— জীবের মধ্যে অবস্থান করেন।
৫। ঈশ্বর সন্তুষ্ট হলে আমাদের ——— হয়।

উত্তরমালা : ১। জীবের; ২। কৃতজ্ঞ; ৩। ভক্তি; ৪। আত্মারূপে; ৫। মঙ্গল।

বলা — শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর বলি

ক নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বল।

প্রশ্ন ১। প্রকৃতি কে সৃষ্টি করেছেন?
উত্তর : ঈশ্বর।

প্রশ্ন ২। সকল জীবকে কে সৃষ্টি করেছেন?
উত্তর : ঈশ্বর।

প্রশ্ন ৩। ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে কী রয়েছে?
উত্তর : নিবিড় সম্পর্ক।

প্রশ্ন ৪। জীবকে অবহেলা করলে কাকে অবহেলা করা হয়?
উত্তর : ঈশ্বরকে।

প্রশ্ন ৫। "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর"— কে বলেছেন?
উত্তর : স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রশ্ন ৬। ঈশ্বর আমাদের কী করেন?
উত্তর : মঙ্গল।

পড়া — নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই

ক নিচের প্রশ্নগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ে সঠিক উত্তরটি শনাক্ত কর।

১। কে সকল জীবকে সৃষ্টি করেছেন?
ⓚ ঈশ্বর ⓚ ভীম
ⓖ ইন্দ্র ⓖ বিষ্ণু
উত্তর : (ক) ঈশ্বর।

২। কাকে নির্ভর করে আমরা বেঁচে থাকি?
(ক) গ্রহ-নক্ষত্রকে (খ) পৃথিবীকে
(গ) নদ-নদীকে (ঘ) প্রকৃতিকে
উত্তর : (ঘ) প্রকৃতিকে।

৩। ঈশ্বর জীবের মধ্যে কীরূপে অবস্থান করেন?
(ক) আত্মারূপে (খ) শক্তিরূপে
(গ) ভক্তিরূপে (ঘ) মনরূপে
উত্তর : (ক) আত্মারূপে।

৪। জীবকে ভালোবাসলে কাকে ভালোবাসা হয়?
(ক) দেবতাকে (খ) ঈশ্বরকে
(গ) মহেশ্বর (ঘ) পরমপিতাকে
উত্তর : (খ) ঈশ্বরকে।

খ নিচের প্রশ্নগুলো পড়ে সংক্ষেপে উত্তর দাও।

প্রশ্ন ১। আমরা কীভাবে বেঁচে থাকি?
উত্তর : প্রকৃতিতে আছে প্রয়োজন মেটানোর মতো সবকিছু। আমরা প্রকৃতিকে নির্ভর করে বেঁচে থাকি।

প্রশ্ন ২। আমরা কেন জীবকে ভালোবাসব?
উত্তর : ঈশ্বর আত্মারূপে জীবের মাঝে অবস্থান করেন। তাই আমরা জীবকে ভালোবাসব।

প্রশ্ন ৩। কীসে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন?
উত্তর : সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসলে ঈশ্বরকে ভালোবাসা হয়। সৃষ্টির সেবা করলে ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়। এতে তিনি সন্তুষ্ট হন।

প্রশ্ন ৪। আমরা কেন ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য কাজ করব?
উত্তর : ঈশ্বর সন্তুষ্ট হলে তিনি আমাদের মঙ্গল করেন। তাই আমরা ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য কাজ করব।

লেখা — নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি

ক ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে পাশে লেখ।

উত্তর : ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একটি বালিকা উচ্ছিষ্ট খাবার কুকুরকে খেতে দিচ্ছে।

উত্তর : ছবিতে দুইটি পাখি দেখা যাচ্ছে। তন্মধ্যে একটি তৃষ্ণার্ত পাখি জলপান করছে।

ঘ নিচের এলোমেলো শব্দগুলো সাজিয়ে সঠিক শব্দটি লেখ।

প্রশ্ন ১।

ব	জী	ন

উত্তর : জীবন।

প্রশ্ন ২।

ব	লা	অ	হে

উত্তর : অবহেলা।

প্রশ্ন ৩।

কা	ন্দ	বি	ন	বে

উত্তর : বিবেকানন্দ।

গ বামপাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশ মিল করে লেখ।

বামপাশ	ডানপাশ
১। ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে রয়েছে	ঈশ্বরের কৃপায়।
২। প্রকৃতিতে আছে	আত্মারূপে।
৩। আমরা বেঁচে আছি	সকাল, বিকাল ও রাতে।
৪। ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য	নিবিড় সম্পর্ক।
৫। ঈশ্বর জীবের মধ্যে অবস্থান করেন	প্রয়োজন মেটানোর সবকিছু।
	তাঁকে ভক্তি করব।
	নিত্যকর্ম করে।

উত্তরমালা :

১। ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে রয়েছে **নিবিড় সম্পর্ক।**

২। প্রকৃতিতে আছে **প্রয়োজন মেটানোর সবকিছু।**

৩। আমরা বেঁচে আছি **ঈশ্বরের কৃপায়।**

৪। ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য **তাঁকে ভক্তি করব।**

৫। ঈশ্বর জীবের মধ্যে অবস্থান করেন **আত্মারূপে।**

ঘ নিচের বর্ণনামূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

প্রশ্ন ১। ঈশ্বর কীভাবে আমাদের লালন-পালন করেন? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তর : ঈশ্বর আছেন সকল সৃষ্টির মধ্যে। তিনি আছেন বলেই আমাদের জীবন আছে। তাঁর সৃষ্ট প্রকৃতির সেবার ওপর নির্ভর করে আমরা বেঁচে থাকি। এভাবে তিনি আমাদের লালন-পালন করেন।

প্রশ্ন ২। কীভাবে আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারি? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : জীবকে ভালোবাসার মাধ্যমে ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারি। এছাড়া উপাসনা ও প্রার্থনার মধ্য দিয়েও ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : উপাসনা ও প্রার্থনা

পাঠ্যবইয়ের অ্যাক্টিভিটি (একক ও দলীয় কাজ) — বুঝে পড়ি ও ভালোভাবে শিখে নিই

কাজ ১ স্রষ্টার গুণবাচক কয়েকটি নাম লেখো।

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-৯

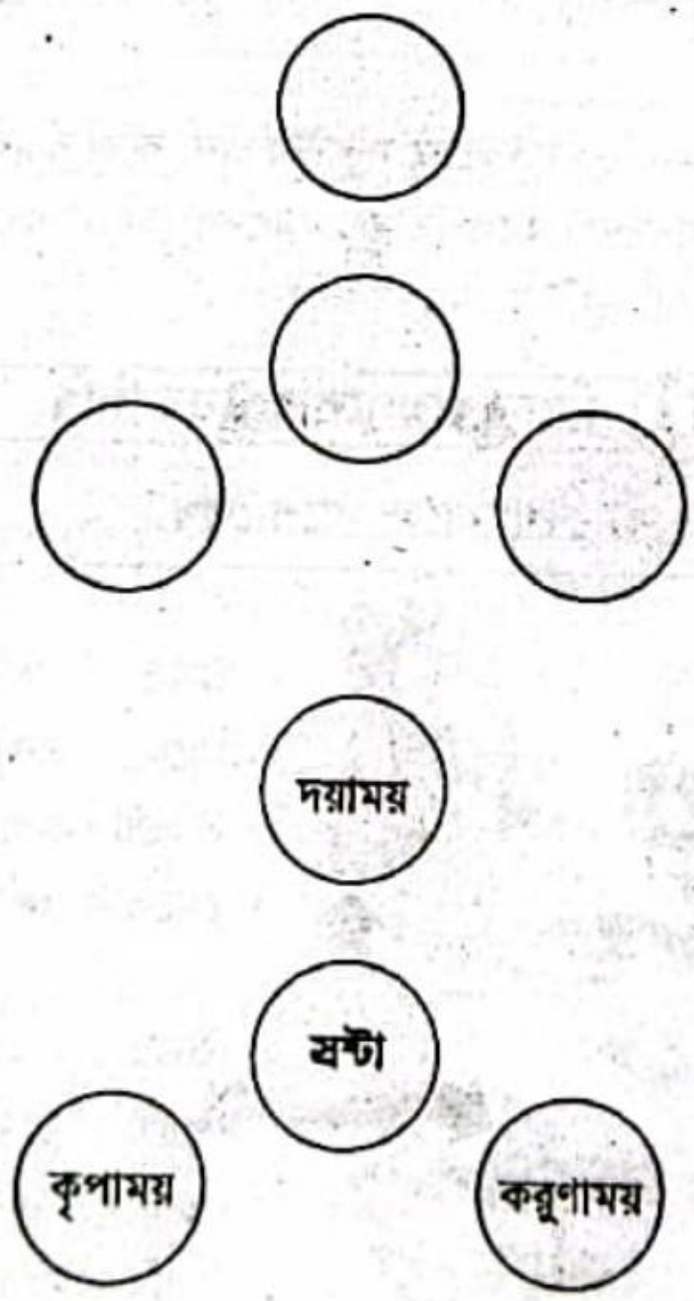

উত্তর :

কাজ ২ উপাসনা ও প্রার্থনার উপকারিতা নিয়ে দলে আলোচনা করো এবং বলো।

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-১২

উত্তর : উপাসনা ও প্রার্থনার উপকারিতা নিয়ে দলে আলোচনা থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে পেরেছি তা নিচে উল্লেখ করা হলো :

উপাসনার উপকারিতা
• উপাসনা ধর্ম পালনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ বা পদ্ধতি।
• উপাসনা করলে দেহ-মন পবিত্র হয়।
• উপাসনা আমাদের সৎ ও ধর্মপথে পরিচালিত করে।
• উপাসনার মাধ্যমে মনে স্থিরতা ও একাগ্রতা আসে।
• উপাসনার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেয়ে থাকি।
• উপাসনা করলে সকলের কল্যাণ হয়।

প্রার্থনার উপকারিতা
• প্রার্থনা করলে নিজের ও অন্যের মঙ্গল হয়।
• প্রার্থনা করলে বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
• প্রার্থনার মাধ্যমে আমাদের দেহ-মন ভালো থাকে।
• প্রার্থনা করলে আমাদের মনে ঈশ্বরের অনুভূতি জাগ্রত হয়।
• প্রার্থনার মাধ্যমে মনে স্থিরতা ও একাগ্রতা আসে।
• প্রার্থনা আমাদের সৎ ও ধার্মিক হতে সাহায্য করে।

কাজ ৩ কীভাবে প্রার্থনা করা যায় নিচের ছকে লেখো। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-১২

১.	
২.	

উত্তর : কীভাবে প্রার্থনা করা যায় তা নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো :

১.	প্রার্থনা একা করা যায়।
২.	প্রার্থনা সমবেতভাবে করা যায়।
৩.	প্রার্থনা নীরবে করা যায়।
৪.	প্রার্থনা সরবে করা যায়।

কাজ ৪ যাচাই করি : বামপাশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল করো। ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা-১২

১. উপাসনার	দেহ-মন ভালো থাকে।
২. হাত জোড় করে	মনোযোগ বাড়ে।
৩. প্রার্থনায় আমাদের	একটি দিক প্রার্থনা।
৪.. উপাসনা ও প্রার্থনার মাধ্যমে	ঈশ্বরকে ডাকতে হয়।
	একটি দিক পূজা।

উত্তর :

১. উপাসনার একটি দিক প্রার্থনা।
২. হাত জোড় করে ঈশ্বরকে ডাকতে হয়।
৩. প্রার্থনায় আমাদের দেহ-মন ভালো থাকে।
৪. উপাসনা ও প্রার্থনার মাধ্যমে মনোযোগ বাড়ে।

শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণে অতিরিক্ত অ্যাক্টিভিটি — আরও শিখে নিই

কাজ ১ কীভাবে প্রার্থনা করতে হয় তা দলে আলোচনা করে তালিকায় উপস্থাপন কর। ▸ সূত্র : শিক্ষক সহায়িকা; পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ১১

উত্তর : কীভাবে প্রার্থনা করতে হয় তা দলে আলোচনা করে তালিকায় উপস্থাপন করা হলো–

১. প্রার্থনায় স্থির হয়ে বসতে হয়।	৪. নিজের ও অন্যের ভালো চাইতে হয়।
২. হাতজোড় করে ঈশ্বরকে ডাকতে হয়।	৫. জীবের কল্যাণ কামনা করতে হয়।
৩. ঈশ্বরের গুণকীর্তন করতে হয়।	

মূল্যায়ন নির্দেশনা অনুসরণে বিশেষ পাঠ — সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখে নিই

শোনা — শিক্ষকের নিকট শুনে লিখি

ক নিচের বাক্যগুলো শুনে সত্য/মিথ্যা নির্ণয় কর।

১। করুণাময় ঈশ্বরের গুণবাচক নাম।
২। ঈশ্বরকে সাকার ও আকার দুভাবেই উপাসনা করা যায়।
৩। নিরাকার উপাসনায় দেব-দেবীর ছবির সামনে বসতে হয়।
৪। উপাসনা একটি সাপ্তাহিক কর্ম।
৫। পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করে উপাসনায় বসতে হয়।
৬। প্রার্থনা নীরবে ও সরবে করা যায়।
৭। সমবেত প্রার্থনায় সবার মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।
৮। উপাসনা ও প্রার্থনার মাধ্যমে মনোযোগ বাড়ে।

উত্তরমালা : ১। সত্য; ২। মিথ্যা; ৩। মিথ্যা; ৪। মিথ্যা; ৫। মিথ্যা; ৬। সত্য; ৭। সত্য; ৮। সত্য।

খ নিচের অসম্পূর্ণ বাক্যগুলো শুনে শূন্যস্থানের জন্য সঠিক শব্দটি নির্ণয় কর।

১। ঈশ্বর আছেন ——।
২। উপাসনার অর্থ হলো ঈশ্বরকে —— করা।
৩। ——, কৃপাময়, করুণাময় ঈশ্বরের গুণবাচক নাম।
৪। —— উপাসনায় দেব-দেবীর প্রতিমা বা ছবির সামনে বসতে হয়।
৫। নিরাকার উপাসনা জপ, ——, গুণকীর্তনের মাধ্যমে করা হয়।
৬। উপাসনা করলে —— পবিত্র হয়।

উত্তরমালা : ১। সর্বত্র; ২। স্মরণ; ৩। দয়াময়; ৪। সাকার; ৫। ধ্যান; ৬। দেহ-মন।

বলা — শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর বলি

ক নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর বল।

প্রশ্ন ১। ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার জন্য কী করতে হবে?
উত্তর : উপাসনা।

প্রশ্ন ২। ঈশ্বরের উপাসনা কয়ভাবে করা যায়?
উত্তর : দুইভাবে।

প্রশ্ন ৩। কোন উপাসনায় দেব-দেবীর প্রতিমার সামনে বসতে হয়?
উত্তর : সাকার।

প্রশ্ন ৪। ধ্যানের মাধ্যমে করা যায় কোন উপাসনা?
উত্তর : নিরাকার।

প্রশ্ন ৫। প্রতিদিন কতবার উপাসনা করতে হয়?
উত্তর : তিনবার।

প্রশ্ন ৬। উপাসনা করলে দেহ-মন কী হয়?
উত্তর : পবিত্র।

প্রশ্ন ৭। কোন দিকে মুখ করে উপাসনায় বসতে হয়?
উত্তর : উত্তর বা পূর্ব।

প্রশ্ন ৮। উপাসনা ও প্রার্থনার মাধ্যমে কী বাড়ে?
উত্তর : মনোযোগ।

প্রশ্ন ৯। "বিপদে মোরে রক্ষা করো.....।" প্রার্থনাটি কার রচনা?
উত্তর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।

পড়া — নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই

ক নিচের প্রশ্নগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ে সঠিক উত্তরটি শনাক্ত কর।

১। ঈশ্বরের গুণবাচক নাম কোনটি?
ক পরমেশ্বর খ করুণাময়
গ পরমব্রহ্ম ঘ মহাপ্রভু
উত্তর : (খ) করুণাময়।

২। উপাসনা একটি–
ক নিত্যকর্ম খ প্রার্থনা
গ আলোর পথ ঘ জ্ঞানচর্চা
উত্তর : (ক) নিত্যকর্ম।

৩। উপাসনার সময় কোন দিকে মুখ করে বসতে হয়?
ক উত্তর ও পূর্ব খ দক্ষিণ ও পশ্চিম
গ পূর্ব ও পশ্চিম ঘ উত্তর ও দক্ষিণ
উত্তর : (ক) উত্তর ও পূর্ব।

৪। 'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা'– কথাটি কে বলেছেন?
ক স্বামী প্রণবানন্দ খ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঘ লোকনাথ ব্রহ্মচারী
উত্তর : (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫। ঈশ্বরের কাছে কিছু চাওয়াকে কী বলে?
ক প্রার্থনা খ উপাসনা
গ স্তব-স্তুতি ঘ ত্রাণ
উত্তর : (ক) প্রার্থনা।

খ নিচের প্রশ্নগুলো পড়ে সংক্ষেপে উত্তর দাও।

প্রশ্ন ১। উপাসনা কী?
উত্তর : ঈশ্বরের গুণকীর্তন, স্তব-স্তুতি, পূজা-পার্বণ, ধ্যান-জপ ইত্যাদির মাধ্যমে ঈশ্বরকে স্মরণ করাকে উপাসনা বলে।

প্রশ্ন ২। কখন উপাসনা করতে হয়?
উত্তর : প্রতিদিন সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় উপাসনা করতে হয়।

প্রশ্ন ৩। উপাসনা করলে কী হয়?
উত্তর : উপাসনা করলে দেহ-মন পবিত্র হয়।

প্রশ্ন ৪। উপাসনা কত প্রকার ও কী কী?
উত্তর : উপাসনা দুই প্রকার। যথা– ১. সাকার উপাসনা; ২. নিরাকার উপাসনা।

প্রশ্ন ৫। প্রার্থনা কী?
উত্তর : প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের কাছে কিছু চাওয়া।

প্রশ্ন ৬। কীভাবে প্রার্থনা করা যায়?
উত্তর : প্রার্থনা একা করা যায়। সমবেতভাবে করা যায়। নীরবে করা যায়। সরবে করা যায়।

প্রশ্ন ৭। আসন কী?
উত্তর : যোগ ব্যায়ামের একটি বিশেষ পদ্ধতিকে আসন বলে।

প্রশ্ন ৮। উপাসনায় কোন কোন আসনে বসতে হয়?
উত্তর : উপাসনায় বিশেষ আসনে বসতে হয়। যেমন– পদ্মাসন ও সুখাসন।

লেখা — নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি

ক নিচের এলোমেলো শব্দগুলো সাজিয়ে সঠিক শব্দটি লেখ।

প্রশ্ন ১। | না | প্রা | র্থ |
উত্তর : প্রার্থনা।

প্রশ্ন ২। | পা | না | উ | স |
উত্তর : উপাসনা।

প্রশ্ন ৩। | রু | য় | ক | ম | ণা |
উত্তর : করুণাময়।

খ বামপাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশ মিল করে লেখ।

বামপাশ	ডানপাশ
১। উপাসনার অর্থ হলো	জপ করতে হয়।
২। প্রার্থনা হলো	নিজেকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।
৩। সাকার উপাসনায় দেব-দেবীর	ঈশ্বরকে স্মরণ করা।

বামপাশ	ডানপাশ
৪। উপাসনায় আমাদের	ঈশ্বরের কাছে কিছু চাওয়া।
৫। যেকোনো অবস্থায় ঈশ্বরের কাছে	প্রতিমা বা ছবির সামনে বসতে হয়।
	দেহ-মন পবিত্র হয়।
	প্রার্থনা করা যায়।

উত্তরমালা :

১। উপাসনার অর্থ হলো ঈশ্বরকে স্মরণ করা।
২। প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের কাছে কিছু চাওয়া।
৩। সাকার উপাসনায় দেব-দেবীর প্রতিমা বা ছবির সামনে বসতে হয়।
৪। উপাসনায় আমাদের দেহ-মন পবিত্র হয়।
৫। যেকোনো অবস্থায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা যায়।

গ নিচের বর্ণনামূলক প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখ।

প্রশ্ন ১। উপাসনার একটি দিক কী? তুমি ঈশ্বরের কাছে নিয়মিত এটা করবে। ভালো হওয়ার জন্য তাঁর কাছে কী বলতে হবে চারটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : উপাসনার একটি দিক হলো প্রার্থনা। ভালো হওয়ার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করে বলতে হবে– ১. হে ঈশ্বর! তুমি আমাকে ভালো পথে নিয়ে যাও; ২. কল্যাণের পথ দেখাও; ৩. আলোর পথ দেখাও; ৪. তুমি সকল জীবের মঙ্গল কর।

প্রশ্ন ২। প্রার্থনা কী? তুমি কার কাছে কেন প্রার্থনা করবে? প্রার্থনা কীভাবে করা যায় তিনটি বাক্যে লেখ।

উত্তর : প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের কাছে কিছু চাওয়া।
ভালো হওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব।
প্রার্থনা কীভাবে করা যায় এ সম্পর্কে তিনটি বাক্য হলো– ১. প্রার্থনা একা করা যায়; ২. সমবেতভাবে করা যায়; ৩. নীরবে ও সরবে করা যায়।

শিক্ষক/ অভিভাবক কর্তৃক মূল্যায়ন — নির্দেশনা ছকের আলোকে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি যাচাই

শিক্ষার্থীর শিখন/পাঠ সম্পন্ন হওয়ার পর শিক্ষক/অভিভাবকগণ নিচের **'পাঠোত্তর মূল্যায়ন ও নির্দেশনা ছক'** ব্যবহার করে মূল্যায়নের জন্য প্রযোজ্য স্থানে টিক (✓) চিহ্ন প্রদান করে অগ্রগতি যাচাই করবেন। কোনো শিখনযোগ্যতা/নির্দেশকের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সন্তোষজনক না হলে তা পুনরায় অনুশীলনের উদ্যোগ নিতে হবে।

শিখনযোগ্যতা/ নির্দেশক	প্রারম্ভিক	ভালো	উত্তম
১। সবকিছুর একজন নির্মাতা বা স্রষ্টা আছেন তা জেনে বলতে পারা।			
২। ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারা।			
৩। সৃষ্টিকর্তা অসীম ক্ষমতার অধিকারী তা বলতে পারা।			
৪। উপাসনা ও প্রার্থনা করতে পারা।			

ধারাবাহিক/ শ্রেণিকক্ষভিত্তিক মূল্যায়ন — নিজেকে মূল্যায়ন করি

তারিখ : ☐☐☐ ধারাবাহিক মূল্যায়ন সময় : .....

শিক্ষার্থীর নাম : ..... শ্রেণি : ..... রোল নম্বর : ☐

১। খালিঘরে সঠিক শব্দটি বসাও।

বাংলা	ইংরেজি	আরবি	ফারসি
ইশ্বর			

২। নিচের বাক্যগুলো শুনে সত্য/মিথ্য নির্ণয় কর।

ক. সকল সৃষ্টির মূলে রয়েছেন একজন মহান স্রষ্টা।
খ. পৃথিবী সৌরজগতের একটি উপগ্রহ।
গ. ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই।
ঘ. করুণাময় ঈশ্বরের গুণবাচক নাম।

৩। ছবিতে কী দেখা যাচ্ছে লেখ।

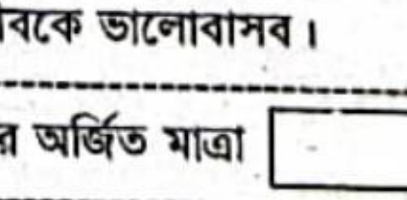

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক. প্রকৃতিতে কী কী রয়েছে?
খ. কখন উপাসনা করতে হয়?
গ. আমরা কেন জীবকে ভালোবাসব?

উত্তরমালা

১ ▸ গড, আল্লাহ, খোদা।
২ ▸ ক. সত্য; খ. মিথ্যা; গ. মিথ্যা; ঘ. সত্য।
৩ ▸ ছবিতে দুইটি পাখি দেখা যাচ্ছে। তন্মধ্যে একটি তৃষ্ণার্ত পাখি জলপান করছে।
৪ ▸ ক. প্রকৃতিতে রয়েছে মানুষ, গাছপালা, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, মাটি, নদী, পাহাড়, পাখি প্রভৃতি।
খ. প্রতিদিন সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় উপাসনা করতে হয়।
গ. ঈশ্বর আত্মারূপে জীবের মাঝে অবস্থান করেন। তাই আমরা জীবকে ভালোবাসব।

মূল্যায়ন রিপোর্ট : শিখনের অর্জিত মাত্রা ☐